সকাল ও বিকালের যিক্‌র

আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্নস্বরে। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(সূরা আল-আ'রাফঃ ২০৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ ، وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

1. আয়াতুল কুরসি একবার:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে

পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমান সমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।

[যে ব্যক্তি সকালে সূরা আল-বাকারাহ্, ২৫৫ আয়াত বলবে সে বিকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে, আর যে ব্যক্তি বিকালে তা বলবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। হাদীসটি হাকিম সংকলন করেছেন, ১/৫৬২। আর শাইখ আলবানী একে সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীবে সহীহ বলেছেন ১/২৭৩।]

2. বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস তিন বার:

ফর্যিলতঃ হযরত মুয়ায বিস আব্দুল্লাহ বিস খুবাইব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ...(আমরা রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম) আমরা কী পড়ব ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধায় 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পাঠ করো। কেননা যে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে তার সফলতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।

আবু দাউদ, হাদীস নং: ৯৫২২, আত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৫৭৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . اللهُ الصَّمَدُ.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ .
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۞

“বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ হচ্ছেন ‘সামাদ’ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۞

“বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ‘আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَٰهِ النَّاسِ
. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

“বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

আবু দাউদ: ৯৫২৩; তিরমিযী ২৯০৩; নাসাঈ: ৯৩৩৫। আর উপর্যুক্ত তিনটি সূরাকে ‘আল-মু‘আওয়াযাত’ বলা হয়। দেখুন, ফাতহুল বারী, ৯/৬২।

Gi dv`xjvZ- ‡h mKvj Ges mÜ¨vq wZbevi cwV Ki‡e Zv Zvi Rb¨ me wKQi e¨vcv‡i h‡_ó n‡e|

3. <u>এই দোয়াটি একবার:</u>

- ***<u>সকালে বলবে</u>***

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، لاَ إِلٰـهَ
إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا
فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ
عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِيْ الْقَبْرِ ۞

“আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে, আল্লাহর জন্য। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।

হে রব্ব! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে আমি আপনার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অকল্যাণ আছে, তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই হে রব্ব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। হে রব্ব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।”

- ***<u>বিকালে বলবে</u>***

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ

أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ ۞

“আমরা আল্লাহর জন্য বিকালে উপনীত হয়েছি, আর সকল রাজত্বও তাঁরই অধীনে বিকালে উপনীত হয়েছে। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান.

হে রব, আমি আপনার কাছে এ রাতের মাঝে ও এর পরে যে কল্যাণ রয়েছে, তা প্রার্থনা করি। আর এ রাত ও এর পরে যে অকল্যাণ রয়েছে, তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে রব্ব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামে আযাব হওয়া থেকে এবং কবরে আযাব হওয়া থেকে।”

[মুসলিম: ২৭২৩]

4. এই দোয়াটি একবার:

- ***<u>সকালে বলবে</u>***

اَللّٰهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَـيْنَا ، وَبِكَ نَحْـيَا وَبِكَ نَمُـوْتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُوْرُ ۝

হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উথিত হয়ে সমবেত হবো।

- ***<u>বিকালে বলবে</u>***

اَللّٰهُـمَّ بِكَ أَمْسَـيْنَا وَبِكَ أَصْـبَحْنَا ، وَبِكَ نَحْـيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَـيْكَ الْمَصِـيْرُ ۝

হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই।

তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হয়ে সমবেত হবো।

[তিরমিযী ৩৩৯৯। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৪২।]

5. এই দোয়াটি একবার:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّـيْ لآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِـيْ وَأَنَا عَبْـدُكَ ، وَأَنَا عَلٰـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ مَا اسْتَـطَعْـتُ ، أَعُـوْذُبِكَ مِنْ شَـرِّ مَا صَنَـعْتُ ، أَبُـوْءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبُـوْءُ بِذَنْـبِـيْ فَاغْفِـرْلِـيْ فَإِنَّـهُ لَايَغْـفِرُ الذُّنُـوْبَ إِلَّا أَنْتَ ۞

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের

অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করে না।"

[যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা এটি ('সায়্যিদুল ইসতিগফার') অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পড়বে, সে ঐ দিন রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।" বুখারী :৬৩০৬]

6. এই দোয়াটি তিনবার:

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ ، لآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لَا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ ۞

"হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে।

হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরি ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

[আবূ দাউদ :৫০৯২; আহমাদ :২০৪৩০; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ ২২; ইবনুস সুন্নী: ৬৯; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ:৭০১]

7. <u>এই দোয়াটি চারবার:</u>

- ***<u>সকালে বলবে</u>***

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ۞

"হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি

আপনার ‘আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর উপর) যে নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার বান্দা ও রাসূল।”

- ***<u>বিকালে বলবে (চারবার)</u>***

اَللّٰهُمَّ أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ ،وَمَلاَئِكَتَكَ ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ۞

“হে আল্লাহ! আমি বিকালে উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার ‘আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর

উপর) যে নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।”

[যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে তা চারবার বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। আবূ দাউদ ৫০৭৯; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ১২০৯; নাসাঈ, ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৯; ইবনুস সুন্নী, নং ৭০।’]

৪. এই দোয়াটি একবার:

- ***সকালে বলবে***

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ۞

“হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব

নেয়ামত কেবলমাত্র আপনার নিকট থেকেই; আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।”

- ***বিকালে বলবে***

اَللّٰهُمَّ مَا أَمْسَىٰ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ۞

“হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে বিকালে উপনীত হয়েছে, অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব নেয়ামত কেবলমাত্র আপনার নিকট থেকেই; আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।”

[যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরোক্ত দো‘আ পাঠ করলো সে যেনো সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বিকালবেলা এ দো‘আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো’’।

হাদীসটি সংকলন করেছেন, আবূ দাউদ ৪/৩১৮, নং ৫০৭৫; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৭; ইবনুস সুন্নী, নং ৪১; ইবন হিব্বান, (মাওয়ারিদ) নং ২৩৬১।]

9. এই দোয়াটি সাতবার:

حَسْبِـيَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَـيْهِ تَوَكَّـلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِـيْمِ ۞

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের রব্ব।"

[যে ব্যক্তি দো'আটি সকালবেলা সাতবার এবং বিকালবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তাভাবনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হবেন। ইবনুস সুন্নী, নং ৭১, মারফূ' সনদে; আবূ দাউদ :৪/৩২১; মাওকূফ সনদে: ৫০৮১।]

10. এই দোয়াটি একবার:

اَللّٰهُمَّ إِنِّـيْ أَسْـأَلُـكَ الْعَـفْوَ وَالْعـَافِيَةَ فِيْ الدُّنْـيَا وَالْاٰخِـرَةِ ، اَللّٰهُـمَّ إِنِّـيْ أَسْـأَلُـكَ الْعَـفْوَ وَالْعـَافِيَةَ فِيْ دِينِيْ وَدُنْـيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِـيْ ، اللّٰهُـمَّ اسْتُـرْ عَـوْرَاتِيْ وَاٰمِـنْ رَوْعَاتِـيْ ، اَللّٰهُـمَّ احْفَظْـنِيْ مِنْ بَـيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِـيْ وَعَن يَمِـيْنِيْ وَعَنْ شِمَـالِيْ ، وَمِنْ فَوْقِـيْ ، وَأَعُـوْذُ بِعَظَمَـتِكَ أَنْ أُغْـتَالَ مِنْ تَحْتِـيْ ۞

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ! আপনি

আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের অসিলায় আশ্রয় চাই আমার নীচ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে।

[ইবন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ কখনই পরিত্যাগ করতেন না [আবূ দাউদ: ৫০৭৪; ইবন মাজাহ্:৩৮৭৯। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ্ ২/৩৩২।]

11. এই দোয়াটি একবার:

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْ ءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ۞

“হে আল্লাহ! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, হে সব কিছুর রব্ব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা থেকে ও তার শির্ক বা তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের উপর কোনো অনিষ্ট করা, অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।”

[তিরমিযী: ৩৩৯২; আবূ দাউদ: ৫০৬৭। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৪২।]

12. এই দোয়াটি তিনবার:

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُـرُّ مَعَ اسْمِـهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَـاءِ وَهُـوَ السَّمِـيْعُ الْعَلِـيمُ ۞

আল্লাহর নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

[যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং বিকালে তিনবার এটি বলবে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। আবূ দাউদ: ৫০৮৮; তিরমিযী: ৩৩৮৮; ইবন মাজাহ: ৩৮৬৯; আহমাদ, :৪৪৬।]

13. এই দোয়াটি তিনবার:

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ

نَبِيًّا (صلى الله عليه وسلم)

আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।”

[যে ব্যক্তি এ দো‘আ সকাল ও বিকাল তিনবার করে বলবে, আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা। আহমাদ : ৯৮৯৬৭; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ: ৪; ইবনুস সুন্নী:৬৮; আবু দাউদ: ৯৫৩৯; তিরমিযী :৩৩৮৯।]

14. এই দোয়াটি একবার:

يَا حَـيُّ يَا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغِـيْثُ ، أَصْلِـحْ لِيْ شَـانِـيْ كُلَّـهُ، وَلَا تَكِلْـنِيْ إِلٰى نَفْـسِيْ طَـرْفَةَ عَـيْنٍ ۞

“হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর আমাকে আমার নিজের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ করবেন না।”

[হাকেম ১/৫৪৫, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/২৭৩।]

15. এই দোয়াটি একবার:

- ***সকালে বলবে***

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُوْرَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ۞

“আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ: বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হেদায়াত। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এ দিনের এবং এ দিনের পরের অকল্যাণ থেকে।

- ***<u>বিকালে বলবে</u>***

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْلَيْلَةِ: فَتْحَهَا، وَنَصْرَهَا، وَنُوْرَهَا، وَبَرَكَتَهَا، وَهُدَاهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ۞

“আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও বিকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্য।“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কামনা করি এই রাতের কল্যাণ: বিজয়, সাহায্য, নূর, রবকত ও হেদায়াত। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতের এবং এ রাতের পরের অকল্যাণ থেকে।”

[আবূ দাউদ : ৫০৮৪]

16. এই দোয়াটি একবার:

- ***সকালে বলবে***

أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلٰى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) ، وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ، حَنِيْفاً مُّسْلِماً وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِيْنَ ۞

আমরা সকালে উপনীত হয়েছি স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর, নিষ্ঠাপূর্ণ বাণী (তাওহীদ) এর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের উপর, আর আমাদের পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাতের উপর, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না”।

- ***<u>বিকালে বলবে</u>***

أَمسَيْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، وَعَلٰى كَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ، وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) ، وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيْمَ، حَنِيْفاً مُّسْلِماً وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِيْنَ ۞

আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর, নিষ্ঠাপূর্ণ বাণী (তাওহীদ) এর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের উপর, আর আমাদের পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাতের উপর, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না”।

[আহমাদ: ৯৫৩৬০,৯৫৫৬৩; ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ, নং ৩৪।]

17. ১০০ বার বলবে:

سُبْحَـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ ۞

“আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।”

[যে ব্যক্তি তা সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে তার মত বলবে, বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে। মুসলিম : ২৬৯২ ।]

18. এক বার বলবে:

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْـدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ ۞

“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

[আবূ দাউদ:৫০৭৭; ইবন মাজাহ: ৩৭৯৮; আহমাদ: ৮৭১৯]

19. এই দোয়াটি তিনবার:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ۞

"আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)"।

[মুসলিম : ২৭২৬।]

20. এই দোয়াটি তিনবার:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ۞

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।"

[ইবনুস সুন্নী:৫৪; ইবন মাজাহ:৯২৫।]

21. ১০০ বার বলবে:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

“আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি”।

[বুখারী (ফাতহুল বারীসহ):৬৩০৭; মুসলিম:২৭০২।]

22. এই দোয়াটি তিনবার :

أَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।”

[আহমাদ :৭৮৯৮; নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৫৯০; ইবনুস সুন্নী: ৬৮;]

23. এই দোয়াটি দশবার:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ۞

“হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।”

[যে কেউ সকাল বেলা আমার উপর দশবার দরুদ পাঠ করবে এবং বিকাল বেলা দশবার দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে।’ তাবরানী হাদীসটি দু’ সনদে সংকলন করেন, যার একটি উত্তম। দেখুন, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ১০/৯২০; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৭৩।]

ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর যা যা পড়বেন

এই দোয়াটি তিনবার :

أَسْتَغْفِرُ الله (ثلاثا)

আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়। আপনার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও সম্মানের অধিকারী (মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯১।)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেউই নেই, আর তুমি যা দেবে না তা দেয়ার কেউই নেই। তোমার গযব হতে কোন বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তাঁর ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। (বুখারী ১/২২৫, নং ৮৪৪; মুসলিম ১/৪৯৪, নং ৫৯৩।)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। কোন পাপ কাজ হতে মুক্তি পাওয়ার

কোন উপায় নেই। আর সৎকাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ্ ব্যতীত। আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া দ্বীন (জীবন বিধান) একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপ্রীতিকর। (মুসলিম ইস. সে. হা. ২৯৩৯)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

৩৩ বার পড়বে সুবহানাল্লাহ (মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি), ৩৩ বার পড়বে আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ৩৩ বার পড়বে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ সর্বশেষ্ঠ) এ হোল ৯৯ বার এবং একশবার পূর্ণ করার জন্য বলবেঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যগ্য কোন মাবুদ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [মুসলিম, ৯২৪০]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ۞

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।”

[ইবনুস সুন্নী:৫৪; ইবন মাজাহ:৯২৫।]

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،يُحيِى و يُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

[তির্মিযী–৫/৫১৫, অহমদ–৪/২২৭, সাআদ–১/৩০০]

সহজ দশটি জিকির-আজকার যার সাওয়াব অনেক বেশি ।

১) প্রতিদিন ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহা-নাল্লাহ) পাঠ করলে ১০০০ সাওয়াব লিখা হয় এবং ১০০০ গুনাহ মাফ করা হয় ।[সহীহ মুসলিম-৪/২০৭৩]

২) **الحَمدُ لِلهِ** (আল হামদুলিল্লাহ) মীযানের পাল্লাকে ভারী করে দেয় এবং সর্বোত্তম দোআ'। [তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাযাহ-২/৯২৪৯, হাকিম-৯/৫০৩, সহীহ আল জামে'-৯/৩৬২]

৩) لا اله الا الله (লা ইলা- হা ইলাল্লাহ) হলো সর্বোত্তম যিকর। [তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাযাহ-২/৯২৪৯, হাকিম-৯/৫০৩, সহীহ আল জামে'-৯/৩৬২]

৪) **(سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ** (সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা

ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর) এই কালিমাগুলি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় এবং নবী (সঃ) বলেনঃ পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের চইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়। [সহীহ মুসলিম -৩/৯৬৮৫, ৪/২০৭২৫)

৫) যে ব্যক্তি **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ** (সুবহা- নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী) প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে সমুদ্রের ফেনা পরিমান (সগীরা) গুনাহ থাকলে ও তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। [সহীহ আল- বুখারী- ৭/৯৬৮, সহীহ মুসলিম-৪/২০৭৯]

৬) নবী (সঃ) বলেনঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

(সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লাহিল'আজীম)এই কালীমাগুলি জিহ্বায় উচ্চারনে সহজ , মীযানের পাল্লায় ভারী ,দয়াময় আল্লাহর

নিকট প্রিয় । [সহিহ আল- বুখারী-৭/৯৬৮, সহীহ মুসলিম-৪/২০৭২]।

৭) যে ব্যক্তি

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

(সুবহা-নাল্লাহিল 'আজীম ওয়া বিহামদিহী)পাঠ করবে প্রতিবারে তার জন্য জান্নাতে একটি করে (জান্নাতী) খেজুর গাছ রোপন করা হবে । [আত-তিরমিযী-৫/৫৯৯,আল-হাকীম-১/৫০১, সহীহ আল-জামে'-৫/৫৩৯, সহীহ আত- তিরমিজী-৩/১৬০]

৮) নবী (সঃ) বলেনঃ **لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** (লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) হচ্ছে জান্নাতের গুপ্তধন সমুহের মধ্যে একটি গুপ্তধন। [সহীহ আল-বুখারী -৯৯/২৯৩, সহীহ মুসলিম- ৪/২০৭৬]

৯) নবী (সঃ) বলেনঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

(সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) এই কালীমাগুলি হচ্ছে "অবশিষ্ট নেকআ'মল সমুহ" । [আহম্মাদ (সহীহ)-৫৯৩, মাজমাউজ জাওয়াঈদ-৯/২৯৭]

১০) নবী (সঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআ'লা তার প্রতি দশ বার রহমত বরষন করবেন।

সংক্ষিপ্ত দুরুদঃ **مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا عَلَى وَسَلِّمْ صَلِّ اَللَّهُمَّ** (আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।) এবং তিনি (সঃ) আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশবার এবং বিকেলে দশবার দুরুদ পাঠ করবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত পাবে।

আল্লাহ তা'আলার গুনবাচক নাম সমূহ

।

১. اللهُ - আল্লাহ

২. الْإِلَهُ। যিনি ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য।

৩. الْأَوَّلُ। তিনিই প্রথম, যার পূর্বে কিছুই নেই।

৪. الْآخَرُ। তিনিই শেষ যার পরে আর কিছু নেই।

৫. الظَّاهِرُ - সম্পুর্নরূপে-প্রকাশিত সত্ত্বা

৬.الْبَاطِنُ- , , (
)

৭. الْأَحَدُ - এক ও একক

৮. الْأَكْرَمُ। অতি উদার, মহান, মহানুভব।

৯. الْأَعْلَى - সর্বোচ্চ, সুমহান।

ب

১. الْبَرُّ অত্যন্ত দয়াশীল, কৃপাময়।

২. الْبَارِئُ উদ্ভাবনকারী।

ت

১. التَّوَّابُ তাওবাহ কবুলকারী।

ج

১. الْجَمِيلُ- সুন্দরতম

২. الْجَوَادُ মহানুভব।

ح

১. الْحَيُّ -চিরঞ্জীব

২. الْقَيُّومُ - সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী

৩. الْحَقُّ - যিনি সত্য

৪. الْمُبِينُ - সুষ্পষ্ট

৫. الْحَفِيظُহিফাযতকারী,অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়নকারী

৬. الْحَافِظُ রক্ষাকর্তা, শ্রেষ্ঠ রক্ষক।

৭. الْحَفِيُّ অত্যন্ত দয়াবান

৮. الحَيِي- মর্যাদাময় লজ্জাশীলতার অধিকারী

৯. الْحَلِيمُ পরম সহনশীল

১০.الْحَمِيدُ প্রশংসিত

১১.الْحَكَمُ শ্রেষ্ঠ বিচারক

১২.الْحَكِيمُ - প্রজ্ঞাময়

১৩.الْحَسِيبُ যিনি যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী

خ

১. الْخَلَّاقُ - মহাস্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা

২. الْخَالِقُ - সৃষ্টিকর্তা

৩. الْخَبِيرُ - প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ সচেতন

ر

১. الرَّبُّ - রাব্ব (অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করে চূড়ান্ত পরিনতি পর্যন্ত সকল বস্তুকে যিনি প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যাবস্থা করেন/পালনকর্তা)

২. الرَّحْمَنُ পরম করুণাময়

৩. الرَّحِيمُ - অসীম দয়ালু

৪. الرَّزَّاقُ রিযিকদাতা

৫. الرَّفِيقُ দয়াশীল

৬. الرَّقِيبُ - তত্বাবধায়ক

৭. الرَّءُوفُ অত্যন্ত দয়ালু

س

১. السَّمِيعُ - সর্বশ্রোতা

২. الْبَصِيرُ - সর্বদ্রষ্টা

৩. السُّبُّوحُ সম্মানিত ও পরিপূর্ণ, গৌরবময় ও মহিমান্বিত

৪. السَّيِّدُ প্রভূ, মালিক

ش

১. الشَّكُورُ - অতিশয় গুনগ্রাহী

২. الشَّاكِرُ সর্বদা গুনগ্রাহী ও পুরষ্কারদাতা

৩. الشَّافِي আরোগ্যদাতা, রোগ মুক্তিকারী

৪. الشَّهِيدُ - সর্ববিষয়ে সাক্ষী

ص

১. الصَّمَدُ - স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমূখাপেক্ষী

ط

১. الطَّيِّبُ - উত্তম, পবিত্র

ع

১. الْعَالِمُ - সর্বজ্ঞানী

২. الْعَلِيمُ - সর্বজ্ঞানী

৩. الْعَلِيُّ - সমুন্নত, সর্বশ্রেষ্ট

৪. الْعَظِيمُ -সবচেয়ে মহীয়ান

৫. الْعَزِيزُ - মহা পরাক্রমশালী

৬. الْعَفُوُّ -পাপমোচনকারী, ক্ষমাকারী

غ

১. الْغَفُورُ - অত্যন্ত ক্ষমাশীল

২. الْغَفَّارُ - অত্যন্ত ক্ষমাশীল

৩. الْغَنِيُّ অভাবমুক্ত, সম্পদশালী

ف

১. الْفَتَّاحُ - উত্তম ফায়সালাকারী, সূচনাকারী

ق

১. الْقَادِرُ - পূর্ণ সক্ষম

২. الْقَدِيرُ - সর্বশক্তিমান

৩. الْقَهَّارُ - অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপশালী

৪. الْقَاهِرُ - অপরাজেয়

৫. الْقَابِضُ - রিযিক সংযতকারী

৬. الْبَاسِطُ - রিযিক সম্প্রসারণকারী

৭. الْقَرِيبُ - নিকটবর্তী

৮. الْقَوِيُّ - শক্তিশালী

ك

১. الْكَبِيرُ - সর্বমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ

২. الْكَرِيمُ -সবচেয়ে বেশী উদার, মহৎ, দানশীল

ل

১. اللَّطِيفُ - সুক্ষদর্শী ও দয়ালু

م

১. اَلْمَلِكُ - মালিক, অধিপতি, রাজাধিরাজ

২. الْقُدُّوسُ - অতি পবিত্র

৩. السَّلَامُ - যিনি সব ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিখুঁত

৪. الْمُؤْمِنُ - নিরাপত্তাদাতা

৫. الْمُهَيْمِنُ - সর্বদা পর্যবেক্ষক

৬. الْجَبَّارُ - মহাপ্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, সমুন্নত

৭. الْمُتَكَبِّرُ - সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত

৮. الْمَلِيكُ সার্বভৌমত্বের অধিকারী

৯. الْمُقْتَدِرُ - সর্বশক্তিমান

১০. الْمُقَدِّمُ - অগ্রবর্তীকারী

১১. الْمُؤَخِّرُ - যিনি শেষ, পশ্চাতদর্শীকারী

১২. الْمُجِيبُ - সাড়া দানকারী

১৩. الْمُقِيتُ - যিনি সর্বদা সবকিছু করতে সক্ষম, সর্বশক্তিমান ব্যবস্থাপক

১৪. الْمُحِيطُ - পরিবেষ্টনকারী

১৫. الْمُعْطِي সুমহান দাতা

১৬. الْمَنَّانُ - মহা উপকারী

১৭. الْمَجِيدُ পরিপূর্ণ সম্মানের অধিকারী

১৮. الْمَتِينُ - প্রবল পরাক্রান্ত

১৯. الْمَوْلَى - অভিভাবক ও সাহায্যকারী

২০. الْمُتَعَالِي - সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান

২১. الْمُصَوِّرُ - আকৃতিদাতা, রূপকার

ن

১. النَّصِيرُ -সাহায্যকারী

২. النَّاصِرُ -সর্বশ্রেষ্ট সাহায্যকারী

و

১. الْوَدُودُ - পরম স্নেহশীল

২. الْوَاحِدُ - এক ও অদ্বিতীয়

৩. الْوَلِيُّ - অভিভাবক ও সাহায্যকারী

৪. الْوَكِيلُ - কর্মবিধায়ক, যার উপর ভরসা করা হয়

৫. الْوَهَّابُ -পরম দাতা, মহান দানশীল

৬. الْوَاسِعُ - প্রাচুর্য্যময়।

৭. الْوَارِثُ - চূড়ান্ত ও স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধিকারী

৮. الْوِتْرُ - যিনি বেজোড়